বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।

বিষয়: **"বন্যা এবং নদীতীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচী (প্রকল্প-২) (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ০১/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর ২য় সভার কার্যবিবরণী।

গত ০১/০৪/২০২৪ খ্রি. তারিখ দুপুর ১২:১০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"বন্যা এবং নদীতীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচী (প্রকল্প-২) (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্পের উপর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা বাপাউবো'র মহাপরিচালক জনাব মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা মহোদয় এর সভাপতিত্বে পানি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে সরাসরি উপস্থিতির পাশাপাশি Zoom Cloud Meeting এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হলো।

২। সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা জানান প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮০০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত, তবে প্রকল্পে এডিবি'র ঋণের মেয়াদকাল ২৬ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতি ৬০.১৬%, যা জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক সেবা বাদে প্রকল্পের ভৌত কাজের প্রায় ৮৩%। তিনি প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতিসহ বিস্তারিত উপস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে আহ্বান জানান। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, এডিবি'র ঋণচুক্তি অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভৌত কাজ সমাপ্তকরণের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা সকল প্যাকেজেরই কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়নাধীন প্যাকেজগুলোর কাজ প্রকল্পের ঋণের মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। প্রকল্পে ২.৫৩ কি.মি. বাঁধ নির্মাণাধীন রয়েছে, যার অগ্রগতি ৪০%। উক্ত বাঁধের মধ্যে ০.৮৩০ কি.মি. জমি অধিগ্রহণপূর্বক নির্মাণ করতে হবে। অতি সম্প্রতি উক্ত জমি অধিগ্রহণের ৪ ধারার নোটিশ জারি হওয়ায় প্রকল্প ঋণের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে এডিবি'র গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক বাঁধ নির্মাণ চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার বলে মতামত পোষণ করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণ বাবদ আরএডিপি ২০২৩-২৪ এ জিওবি ৭৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকায় জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হলে কাজ অসম্পন্ন থাকার পাশাপাশি জিওবি ৭৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অর্থবছর শেষে অব্যয়িত রয়ে যেতে পারে। সভাপতি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্নকরণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে ibas++ সিস্টেমে পিএল একাউন্ট সৃজনের প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও অত্র প্রকল্পের পিএল একাউন্ট সৃজন করার বিষয়টি প্রকল্প পরিচালক সভায় অংশগ্রহণকৃত অর্থ বিভাগের প্রতিনিধির দৃষ্টিগোচরে আনেন। পিএল একাউন্ট সৃজনের ফলে প্রকল্পের ৪র্থ কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থ সরাসরি ibas++ সিস্টেমে পিএল একাউন্টে স্থানান্তর হবে। প্রকল্পের ঋণের মেয়াদকাল ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পটি কার্যতঃ এই অর্থবছরেই কাজের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে এবং পরবর্তী অর্থবছর হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকালে জমি অধিগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় সম্পাদনের কোন সুযোগ নেই বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। এমতাবস্থায়, সমাপ্তির পর্যায়ে প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম ibas++ সিস্টেমে পিএল একাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদন না করার বিষয়ে তিনি অর্থ বিভাগ প্রতিনিধির নিকট অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান যে, শেষ মুহূর্তে প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম পিএল একাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদন করতে গেলে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ব্যাহত হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে অর্থ বিভাগ প্রতিনিধি সমাপ্তির পর্যায়ে এসে প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম ibas++ সিস্টেমে পিএল একাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদন না করার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক অনুরোধপত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও, প্রকল্পের সকল আলোচনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পটি প্রায় ৭৪% আর্থিক অগ্রগতিতে সমাপ্ত হবে এবং আগামী জুলাই, ২০২৪ মাসে প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি অনুযায়ী ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব করা হবে। সেক্ষেত্রে ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের মেয়াদকাল হ্রাস করে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হবে।

৩। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ যতদ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।

খ) আরএডিপি ২০২৩-২৪ এ প্রকল্পের অনুকূলে সংস্থানকৃত সমুদয় বরাদ্দ ব্যয়ে সচেষ্ট হতে হবে।

গ) প্রকল্পের ঋণের সমাপ্তির পর্যায়ে এসে প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রম ibas++ সিস্টেমে পিএল একাউন্টের মাধ্যমে সম্পাদন না করার যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক অর্থ বিভাগে অনুরোধপত্র প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঙ) প্রকল্পের ঋণের মেয়াদকাল অতিক্রান্তের পর প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।

৪। পরিশেষে সভাপতি পিআইসি সভায় সংযুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

(মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা)
মহাপরিচালক
বাপাউবো।

স্মারক নং-পিআইসি- ৬৬৯ তারিখঃ ১৫/০৪/২০২৪

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতি. মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।
২. অতি. মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা), বাপাউবো, ঢাকা।
৩. যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) (সংশ্লিষ্ট), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. যুগ্ম প্রধান (সেচ উইং), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৬. যুগ্ম প্রধান (কৃষি ও সমন্বয় অনুবিভাগ), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৭. যুগ্ম প্রধান, এনইসি-একনেক এবং সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৮. মহাপরিচালক (কৃষি ও পানি সম্পদ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম প্রধান, ডেল্টা অনুবিভাগ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১০. প্রধান প্রকৌশলী (পুর) মনিটরিং, বাপাউবো, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী (পুর), নকশা ও গবেষণা, বাপাউবো, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, বন্যা এবং নদীতীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচী (প্রকল্প-২) (১ম সংশোধিত), বাপাউবো, ঢাকা।
১৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
১৪. যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা), রিভিউ, প্রসেসিং এন্ড পিডি ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।
১৫. সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
১৬. উপসচিব (বাজেট-১৯), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), বন্যা এবং নদীতীর ক্ষয়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কর্মসূচী (প্রকল্প-২) (১ম সংশোধিত), বাপাউবো, ঢাকা।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), প্রধান প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
১৯. অফিস কপি।

(ড. শ্যামল চন্দ্র দাস)
অতি. প্রধান প্রকৌশলী (পুর) পরিকল্পনা
বাপাউবো, ঢাকা।